বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই এর ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

মরুভাস্কর

Consulate General of Bangladesh
Dubai & Northern Emirates

Quarterly Newsletter | Volume 1 | December 2023

www.dubai.mofa.gov.bd

মরুভাস্কর

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বি এম জামাল হোসেন
কনসাল জেনারেল
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

সম্পাদক

মো. আরিফুর রহমান
প্রথম সচিব (প্রেস)
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

সম্পাদনা পরিষদ

আশীষ কুমার সরকার
কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো. আব্দুস সালাম
কাউন্সেলর (শ্রম), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল
কাউন্সেলর (পাসপোর্ট ও ভিসা), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো. শাহরিয়ার আলম
প্রথম সচিব (ইসিটি), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

শাহানাজ পারভীন বিপিএম পিপিএম
প্রথম সচিব (শ্রম), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

বদরুল আহমেদ
প্রথম সচিব (এনআইডি এ্যান্ড স্পোর্টস), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মানিক রঞ্জন বড়ুয়া,
দ্বিতীয় সচিব ও HOC, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

মো: সাজ্জাদ জাহির
দ্বিতীয় সচিব (প্রটোকল), বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত

প্রকাশক: প্রেস উইং, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত
ভিলা নং- ৩৬ ও ১৪৫, ১২৩/৩ স্ট্রীট, আবু হেইল রোড, আল উহেইদা, দেইরা, দুবাই, ইউএই

বি এম জামাল হোসেন
কনসাল জেনারেল
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত
সংযুক্ত আরব আমিরাত

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত কর্তৃক "মরুভাস্কর" শিরোনামে একটি ত্রৈমাসিক অনলাইন নিউজলেটার প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৫২তম বিজয় দিবসের শুভক্ষণে নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই- সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইসহ ছয়টি আমিরাতে বসবাসরত ১০ লক্ষাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী'র পাসপোর্ট, ভিসা, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধনসহ বিভিন্নমুখী কনস্যুলার সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এই সেবাসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান, বাংলাদেশ কনস্যুলেট-এর বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অভিষ্টজনকে অবহিত করার ক্ষেত্রে এই প্রকাশনা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই-এর নিজস্ব ওয়েবসাইট, ইউটিউব এবং একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে এই অনলাইন নিউজলেটার। আমি আশাকরি এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সেবা, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য প্রবাসী বাংলাদেশীগকে অবহিতকরণ ও সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত এর মূখপত্র হিসেবে "মরুভাস্কর" প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

(বি এম জামাল হোসেন)

মোঃ আরিফুর রহমান
প্রথম সচিব (প্রেস)
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাত
সংযুক্ত আরব আমিরাত

সম্পাদকের কথা

যেসব দেশে বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশন রয়েছে তাদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত অন্যতম এবং বর্তমানে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই - সংযুক্ত আরব আমিরাতের ০৬ টি আমিরাতে বসবাসরত ১০ লক্ষাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর পাসপোর্ট, ভিসা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানসহ বিভিন্ন কনস্যুলার সার্ভিস দিয়ে থাকে।

মিশনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রেমিটেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করা। নানামুখী উদ্যোগের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উন্নয়ন করাই অভীষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণে বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাতের দীপ্ত পদচারনা নিরন্তর চলমান রয়েছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রেস উইং এ কর্মযজ্ঞের সারথী হতে পেরে আনন্দিত।

মান্যবর কনসাল জেনারেলের সার্বিক নির্দেশনায় প্রেস উইং এর প্রথম সচিব হিসেবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই ও উত্তর আমিরাতের মুখপত্র- অনলাইন ত্রৈমাসিক নিউজলেটার 'মরুভাস্কর' প্রকাশ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মান্যবর কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা ও নিউজলেটার প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, এই সীমিত সময়ের মধ্যে এই নিউজলেটার প্রকাশ করতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক ইতিবাচক কাজে আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।

(মোঃ আরিফুর রহমান)

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই-এর ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
▪ইস্যু নং- ০১ (মহান বিজয় দিবস- ২০২৩ সংখ্যা)
মরুভাস্কর

শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ও উত্তর আমিরাতে (শারজাহ, আজমান, উম্মুল কুয়াইন,ফুজাইরা ও রাস আল খাইমাহ) অর্থ্যাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ০৬ (ছয়) টি প্রদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষের অধিক বাংলাদেশী রয়েছে। এ সকল বাংলাদেশীদের কল্যাণার্থে বিগত ২০০০ সালে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাইয়ে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কার্যক্রম চালু হয়েছে। দুবাইয়ে শ্রম কল্যাণ উইং চালুর পর থেকে এ শ্রম কল্যাণ উইং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করে যাচ্ছে। মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারন:

বাংলাদেশী দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি ও সম্প্রসারণ করা মিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। সে লক্ষ্যে দুবাইস্থ মিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১২ সাল হতে বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থান ভিসা বন্ধ ছিল। তবে মহিলা কর্মীদের জন্য তা উন্মুক্ত ছিল। বাংলাদেশী কর্মীদের ভিসা ট্রান্সফার ও নতুন কর্মসংস্থান ভিসা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কোভিড পরবর্তী সময়ে গত আগস্ট/সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য শুধুমাত্র দুবাইয়ে ভিসা ট্রান্সফার সীমিত পরিসরে চালু হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভিজিট ভিসায় লোকজন এসে কর্মসংস্থান ভিসায় রূপান্তর করার সুযোগ গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তীতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুবাইয়ে বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থান ভিসা উন্মুক্ত হয়। উক্ত সময়ে সরাসরি কর্মসংস্থান ভিসা এবং ভিজিট টু কর্মসংস্থান ভিসায় প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে মর্মে বিএমইটি ও বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। বর্তমানে দুবাইতে দক্ষ ক্যাটাগরিসহ অন্যান্য ক্যাটাগরিতে কর্মসংস্থান উন্মুক্ত রয়েছে।

মৃতদেহ দেশে প্রেরণ:

দুবাইস্থ মিশনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ করা। দুবাই ও উত্তর আমিরাতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০০ (চারশো) এর অধিক বাংলাদেশী শ্রমিক মারা যায়। এ সকল শ্রমিকদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদান, পাসপোর্ট ক্যান্সেলেশন, মৃত কর্মীর কোম্পানী হতে বকেয়া বেতন আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে কর্মীর পরিবারকে প্রদান বা ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি মৃতের পরিবারকে প্রদান এবং মৃত ব্যক্তি কোনো দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে মৃতের ক্ষতিপূরণ আদায় বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে আইনী সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করে। এছাড়াও শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক সহযোগিত-ায় অর্থাৎ সরকারি খরচে মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, প্রয়োজন সাপেক্ষে স্থানীয় চ্যারিটি ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য কাজ হয়।

পুরুষ ও নারী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও আইনী সহযোগিতা প্রদান:

প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগকর্তার সাথে বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে নিয়োগকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজন সাপেক্ষে কল্যাণ বাজেটের অর্থায়নে কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহায়তা এবং কর্মীদের নিকট থেকে পাওয়ার অব এটর্নী নিয়ে আইনী সহায়তা/মামলা পরিচালনা করা হয়। এছাড়া কোন কর্মী দালালের প্রতারণায় পাসপোর্ট হারিয়ে ফেললে অথবা কোন প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেলে কর্মীকে দেশে প্রেরণের লক্ষ্যে অত্র কনস্যুলেট হতে ট্রাভেল পারমিট, ইমিগ্রেশন সহায়তা এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে প্রেরণ করা হয়। কোন নারী কর্মী নির্যাতনের শিকার হলে অথবা অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হলে কনস্যুলেট কর্তৃক স্থানীয় পুলিশ/সিআইডির সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে কল্যাণ বাজেটের অর্থায়নে দেশে প্রেরণসহ অন্যান্য আইনী সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ভিসা/পাসপোর্টজনিত সমস্যার কারণে কোনো বাংলাদেশী এয়ারপোর্টে আটকা পড়লে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনে আইনী সহায়তা প্রদানপূর্বক দেশে প্রেরণ করা হয়।

অনিয়মিত ও অবৈধ শ্রমিকদের দেশে প্রেরণ সংক্রান্ত:

সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রম বাজার। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ডকুমেন্টেড শ্রমিকদের পাশাপাশি অনেক আনডকুমেন্টেড শ্রমিকও রয়েছে। বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিভিন্ন কারণে যেমন: অবৈধভাবে অবস্থান, কর্মক্ষেত্র হতে পলায়ন, ইমিগ্রেশন আইন-কানুন অমান্য করা, দালালের প্রতারণা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইনে নিষিদ্ধ এমন কার্যক্রমে নিজেদের জড়িয়ে অবৈধ হয়ে পড়ে। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পার্শবর্তী দেশ ওমান হতে অসংখ্য বাংলাদেশী কর্মী সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। উল্লিখিত কারণে দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রায় ৮৫৪০ (আট হাজার পাচশত চলিশ) জন অবৈধ/অনিয়মিত শ্রমিককে দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত:

দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রতি মাসে ০৭-০৮ টি জেলখানা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলখানার কর্মকর্তাগণ অবৈধ কর্মীদের দেশে প্রেরণের লক্ষ্যে ট্রাভেল পারমিট গ্রহণের জন্য কনস্যুলেটে আগমন করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইমিগ্রেশন আইন ও অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন অমান্যকারীসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়। এ সকল গ্রেফতারকৃত কর্মীদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আইনি সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

হাসপাতাল পরিদর্শন ও অসুস্থ/বিপদগ্রস্থ কর্মীদের দেশে প্রেরণ সংক্রান্ত:

কোন কর্মী কর্মরত অবস্থায় আহত হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল পরিদর্শন, কোম্পানীর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে কোম্পানীর সাথে আলোচনা এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কোম্পানী/ কল্যাণ বাজেটের অর্থায়নে দেশে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে কর্মীকে বাংলাদেশে চিকিৎসা প্রদানসহ এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, কল্যাণ বোর্ড ও কল্যাণ ডেস্ক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উলেখ্য, দুবাইস্থ শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক প্রতি মাসে ১২-১৫ টি হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়ে থাকে।

সিআইপি নির্বাচন:

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অসংখ্য ব্যবসায়ী বাংলাদেশী রয়েছে। এসকল বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠনের সাথে নিয়মিত সভার আয়োজনপূর্বক বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ

অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সিআইপি সংবর্ধনা ও রেমিট্যান্স এ্যাওয়ার্ড এর আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইপি সম্মাননা প্রদানের সুবিধার্থে আগ্রহী ব্যবসায়ী/ব্যক্তিদের নিকট হতে সিআইপি আবেদন সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

কনস্যুলার সার্ভিস প্রদান সংক্রান্ত:

দূরবর্তী বিভিন্ন আমিরাতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের দূয়ারে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে প্রতি সপ্তাহে কনস্যুলার সার্ভিস এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত সময়ে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দূরবর্তী এলাকায় গমনপূর্বক বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নিবন্ধন, ট্রাভেল পারমিট প্রদান, পাসপোর্ট ইস্যু/রিইস্যু, বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টস সত্যায়ন, শ্রমিকদের আবাসন পরিদর্শন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, কর্মীদের বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ আদায়/এসব সেবা প্রদান করে থাকে।

শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ:

আবুধাবী ডায়ালগের Ministerial Conference, Senior Official Meeting, World Government Summit, Dubai Air show, Expo-2020 ইত্যাদি ইভেন্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ডেলিগেশনের প্রতিনিধি হিসাবে উলিখিত শ্রম কল্যাণ উইং এর কর্মকর্তাগণও অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া Ministry of Human Resource & Emiratization এর Joint Technical Committee-তে বিভিন্ন সময়ে সরাসরি ও ভার্চুয়াল সভায়ও শ্রম কল্যাণ উইং নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রতি বছরই ১৮ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে বিভিন্ন সভা/সেমিনার/কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত সময়ে কর্মীদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রম আইন সংক্রান্ত সচেতনতা, লিফলেট বিতরণ, সেবা সপ্তাহ পালনসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের দ্রুত সময়ে সেবা প্রদানের জন্য শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করে থাকে।

রাস আল খাইমাস্থ বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুল এর নতুন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুলটি ১৯৯২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাহতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেজি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রায় ৫০০ এর অধিক ছাত্র-ছাত্রী এখানে NCTB কারিকুলামে ইংলিশ ভার্সনে পড়ালেখা করে আসছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি খরচে স্কুল নির্মাণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে দুবাই ও উত্তর আমিরাতে বাংলাদেশী কমিনিউটির মধ্যে বাংলাদেশের কারিকুলামে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসমংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কুলটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এর নামে নামকরণ ও স্থানীয় উপকারভোগী তথা বাংলাদেশ কমিউনিটর যৌক্তিক আর্থিক অংশ্রগহনসহ মোট ০৬ (ছয়) টি শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক অনুদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য রাস আল খাইমাহ ইকোনোমিক জোন হতে ৮৭৪২১ বর্গফুট বিশিষ্ট জমি গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে ৫০ (পঞ্চাশ) বছর মেয়াদী লিজ চুক্তি নেয়া হয়। ০৫ (পাঁচ) বছরের এ লিজ চুক্তি বাবদ ৩,০৫,৮৬৫ (তিন লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত পয়ষট্টি) দিরহাম স্থানীয় কমিউনিটির সহায়তায় প্রদান করা হয়। ২০ (বিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ভবনের ডিজাইন তৈরি ও প্রজেক্ট মনিটরিং এর জন্য SUNTECH JV নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে গত ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখ নিয়োগ প্রদান করা হয়। কনসালটেন্ট ফার্ম কর্তৃক ভবনের ডিজাইন ও BOQ প্রস্তুত করা হয় এবং গত ১৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে স্থানীয় খালিজ টাইমস পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা। উল্লেখ্য, ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ খাতে সর্বমোট ৩০,৯৩,৩২২.৭০ (ত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত বাইশ/৭০) টাকা খরচ করা হয়েছে। স্কুলের স্পন্সরের নিকট হতে পাওয়ার অব এটর্নী না পাওয়ায় ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। বর্তমানে স্পন্সর কর্তৃক স্কুলের মালিকানা দাবী করে সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা নেয়ার ফলে এ বিষয়ে আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০০০-১২০০ জন সেবা প্রত্যাশী কর্মী বিভিন্ন সেবা নিতে আসেন। সাধারণ কর্মীদের আমিরাতের শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতা না থাকায় এবং দালাল দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যায় শ্রম উইংয়ের সহায়তার জন্য আসায় শ্রম কল্যাণ উইংকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অপ্রতুল জনবল ও সীমিত বাজেটে এসকল কর্মীদের সেবা প্রদানে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তারপরও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই এর শ্রম কল্যাণ উইং সকল দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। কর্মীদের সচতেনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন টিভিসি তৈরি, অ্যাপসভিত্তিক শ্রম উইংয়ের সেবা নিশ্চিত করা এবং ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা গেলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে ও অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে।

● মো. আব্দুস সালাম, কাউন্সেলর (শ্রম)

Gulf Information Technology Exhibition

Gulf Information Technology Exhibition (GITEX)-২০২৩ এর ৪৩তম আসরে গত ১৬-২০ অক্টোবর ২০২৩ এ অনুষ্ঠেয় GITEX Global Fair ২০২৩-এ বাংলাদেশের ০৫ টি IT প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহন করে। কোম্পানীসমূহ:-

Ethics Advance Technologz Ltd (EATL)
Advanced Software Development (ASD)
Advanced Software Technologz & Gaming Development (ASTGD)
BD Task Limited
Sazim Tech Ltd.

এবারের আসরে ১৭০টিরও বেশী দেশের ৬০০০ এর উপরে IT/ITES কোম্পানীসমূহ অংশগ্রহন করে। BASIS এর রিপোর্ট অনুসারে উলিখিত মেলা উত্তর সার্ভে মোতাবেক অংশগ্রহণকারী ০৫ কোম্পানীর মধ্যে ২টি কোম্পানী ITES রপ্তানির আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। উলিখিত ২টি কোম্পানীর মধ্যে ১টি কোম্পানী ০৩টি ও অপর কোম্পানী ২টি রপ্তানি আদেশ পেয়েছে। উলিখিত রপ্তানি আদেশের মূল্যমান আনুমানিক ১৪,০০০ USD ।
অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ ১৩টি B2B সভায় অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি Networking সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ৫৫টি IT এবং ITES কোম্পানীর সাথে।
অংশগ্রহণকারী ৫টি কোম্পানীর মধ্যে ২টি কোম্পানী অংশগ্রহণকারী অন্য দেশের কোম্পানীর সাথে MoU স্বাক্ষর করেছে।
অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কোম্পানীই আগামী GITEX-২০২৪ আসরেও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের IT/ITES সংশ্লিষ্ট রপ্তানি বাজারে দারুন সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশের IT কোম্পানীগুলো বাংলাদেশ হতে IT out sourcing করছে। এই সম্ভাবনাময় সেক্টরে ৫০০ এর বেশী কোম্পানীতে লক্ষাধিক IT জ্ঞানে পারদর্শী জনশক্তি সক্রিয় রয়েছে। প্রায় ৪০০টি কোম্পানী উত্তর আমেরিকাসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমূহে এবং যুক্তরাজ্যসহ ৬০টির বেশি দেশে IT/ITES সেবা রপ্তানি করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এই খাত হতে রপ্তানি আয় ছিল ৪৩৬ মিলিয়ন USD এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এই খাত হতে রপ্তানি আয় ছিল ৫৯২ মিলিয়ন USD। নব প্রতিষ্ঠিত High Tech Parks/Software Technologz Parks এর অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে এই খাতে রপ্তানি আরও বেগবান হওয়ায় সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ বাংলাদেশী IT/ITES কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture/ Farm এ ব্যবসা পরিচালনা করছে।

২০৪১ সালের মধ্যে Smart Bangladesh বিনির্মানে দেশের IT খাতের প্রসার এবং উৎকর্ষ লাভের জন্য এবং রপ্তানি বেগবান করার জন্য GITEX এর মতো বৈশ্বিক IT মেলায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ ফলপ্রসু হবে বলে বিশ্বাস করি।

Global Location Service India এর তথ্য মোতাবেক বর্তমানে IT out sourcing ranking এ বাংলাদেশের অবস্থান ২১ তম এবং পৃথিবীর IT freelancer এর সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে বাংলাদেশ।

বর্তমানে দেশের GDP তে IT Sector এর অবদান ১.২৮% এবং প্রায় তিন লক্ষাধিক লোক IT/ITES related পেশায় জড়িত।

BASIS এর মতে RMG এবং Remittance এরপর IT Sector এর অর্থনীতির ৩য় Engine হিসাবে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বর্তমানে মিশর এবং ভিয়েতনামে ITES রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং দেশীয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান India, Nepal, Bhutan, Malaysia, Japan, UK, USA সহ আফ্রিকান দেশসমূহে তাদের অফিস স্থাপন করেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরের World Trade Centre এ অনুষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই IT মেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দর্শনার্থী, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের IT/ITES ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধানগনও উক্ত মেলা পরিদর্শন করেছেন। ০৫ দিনের এই মেলাটিতে লক্ষাধিক লোকসমাগম হয় এবং বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে আগত IT/ITES কোম্পানীসমূহ তাদের পণ্যের প্রচার/প্রসারসহ রপ্তানির সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টিসহ Networking করতে সক্ষম হয়েছে।

● আশীষ কুমার সরকার, কমার্শিয়াল কাউন্সেলর

International Apparel and Textile Fair (IATF)

গত ২৭-২৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুবাইস্থ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে International Apparel and Textile Fair ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। International Apparel and Textile Fair ২০২৩ অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহনকারী বাংলাদেশী ৭টি প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপ:

SL No	Participating Company: Name	Products
1	RBSR fashions Ltd.	All type of knit and woven items
2	Coastalino Attires Ltd.	Shirts, Long Pant, Ladies Tops, Kids Dress
3	Madany Fashion Wear Ltd.	Garments Items
4	MM Fashion Wear	Knit & Woven Top & Bottom
5	Nelima Fashion Wear Ltd.	All kinds of Woven & Knit item
6	S K'S Planet Ltd.	Leather Handbags
7	Parba Fashion Ltd.	Ladies Sleepwear, kids wear, Underwear

০৩ দিন ব্যাপী (২৭ নভেম্বর/২৩-২৯ নভেম্বর/২৩) World Trade Centre (DWTC) Gi Hall Room ৫ এবং ৮ এ অনুষ্ঠিত উক্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানী সমূহের স্বত্তাধিকারী পরিচালক/প্রতিনিধিগণের সাথে মেলা প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের RMG sector এর এই ধরণের মেলায় অংশগ্রহন/রপ্তানি বৃদ্ধি/Networking/Branding বিষয়ে মতবিনিময় হয়। তাদের সাথে মতবিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে অনুষ্ঠেয় টেক্সটাইলস/গার্মেন্টস মেলায় অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

i) অংশগ্রহণকারী মেলা প্রাঙ্গনের/হলের একটি উপযুক্ত কর্ণারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহকে একটি উপযুক্ত জায়গায় একত্রে accommodate করা। এই লক্ষ্যে মেলা আয়োজক/Event Management এর সাথে মেলার সম্ভাব্য সময়ের আগে Pavilion/Location/space/সুবিধাসমূহ চূড়ান্ত করা দরকার। পাশাপাশি একই কর্ণার/উপযুক্ত জায়গায় অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য প্রদর্শন করায় উক্ত Pavilion এর Decoration লাল-সবুজ এর মিশ্রনে Branding করা দরকার। পণ্যের Branding/প্রচারের পাশাপাশি দেশের পতাকার রঙের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের RMG পণ্যসহ যেকোন রপ্তানিযোগ্য পণ্য মেলার প্রাঙ্গনে আগত দর্শানার্থী/সম্ভাব্য ক্রেতা/ব্যবসায়ীগণের মনোযোগ আকষণ করবে বলে মনে হয়।

ii) বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রসারের জন্য Countrz specific আয়োজিত বিভিন্ন মেলার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণযোগ্য মেলার Calendar প্রণয়ন বাংলাদেশী পণ্যের প্রচার এবং রপ্তানিতে কার্যকরী পদক্ষেপ রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী মেলার Calendar প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি Calendar অনুসারে মেলায় অংশগ্রহনের বিষয়টি যথেষ্ট আগেই নিশ্চিত হওয়ার প্রেক্ষিতে Visa সংক্রান্ত জটিলতাসহ বিভিন্ন জটিলতা নিরসন হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

iii) বিদেশে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশী পণ্যের প্রচার/প্রসারসহ রপ্তানি সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিদেশে বাজার পাওয়ার লক্ষ্যে "Global Qualitz Products" প্রদর্শনের জন্য পূর্বেই Briefing করাসহ বিষয়টি নিশ্চিত করা হলে আমাদের পণ্যের Branding বাড়বে বলে মনে হয়।

iv) EPB'র বাইরে বাংলাদেশের Apex Business Bodies যেমন BGMEA/BKMEA সহ চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পাট এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন/বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুবাই এ Product specific মেলাসমূহে অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোগী হওয়া এখন সময়ের দাবী বলে মনে করি। বাংলাদেশের প্রতিযোগী অনেক দেশেরই বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী এবং তারা তাদের পণ্যের রপ্তানি বাজারও ক্রমান্বয়ে বড় করছে। Commercial Wing- দুবাই এই ক্ষেত্রে facilitator ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের RMG/Jute/Leather খাতের রপ্তানি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে High Value Garments Products সহ Fancz Products উৎপাদন বাড়ানো হলে রপ্তানি বাড়বে বলে দুবাই তে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন মেলা পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মনে হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় একটি Commercial Hub-প্রায় সারা বছরব্যাপী এই শহরের বিভিন্ন মেলা/ পণ্য প্রদর্শনী চলমান থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীগন উল্লিখিত মেলাসমূহে পরিদর্শনে আসেন এবং অনেকক্ষেত্রে পছন্দের পণ্যের ক্রয় আদেশ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে থাকেন। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমাদের পণ্য শুধু রপ্তানির লক্ষ্যেই নয় দুবাই এর Strategic Location এর সর্বোত্তম ব্যবহার করে দুবাই থেকে আমরা বাংলাদেশের পণ্য Re-Export এর মাধ্যমে দুবাই এ অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন মেলায় আমাদের অংশগ্রহণ আরও গ্রহনযোগ্য এবং অর্থপূণ করতে পারি।

● আশীষ কুমার সরকার, কমার্শিয়াল কাউন্সেলর

পাসপোর্ট সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ই-পাসপোর্ট
ইস্যু / রি-ইস্যুর আবেদন দাখিলের নিয়ম

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং
www.dubai.mofa.gov.bd

- www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে হবে।
- নিম্নোক্ত দলিলাদির অনুলিপিসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে:
  - স্টি পরিশোধের রসিদ/প্রমাণক
  - জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধন সনদ
  - পূর্ববর্তী পাসপোর্টের তথ্য পাতা (২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা)
  - শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র এবং/বা ভিসা
  - ইউএই সরকার প্রদত্ত আবাসিক পরিচয় পত্র (Resicent ID)
  - নবজাতকদের পাসপোর্টের আবেদন করার ক্ষেত্রে মা-বাবার পাসপোর্ট ও তাদের বিবাহ সনদ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ
- এনরোলকালে স্ক্যানের জন্য দলিলাদির মূল প্রতি উপস্থাপন করুন।
- মূল পাসপোর্টসহ আবেদনকারীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট করতে হবে।
- সতর্কতাবে আপনার পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা লিখুন যাতে প্রয়োজনে সহজে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়।
- অনুগ্রহপূর্বক জেনে-বুঝে তথ্য প্রদান করুন। সঠিক তথ্য প্রদান করা ও যথাযথভাবে তথ্য উপস্থাপন করা আবেদনকারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। কোন ভুল তথ্য প্রদান করলে বা কোন তথ্য গোপন করলে পাসপোর্ট যথাসময়ে ইস্যু/রি-ইস্যু করা দুরূহ হতে পারে।
- জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সাথে পাসপোর্টের তথ্যের গড়মিল থাকলে ই-পাসপোর্টের আবেদন দাখিলের পূর্বে সেগুলি সংশোধন করে নিন।
- ভিসা ও ভ্রমণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে আট মাস পূর্বে তা রি-ইস্যুর আবেদন করা যৌক্তিক।
- পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে মূল পাসপোর্ট সঙ্গে রাখুন।
- আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন www.epassport.gov.bd.
- ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রযোজ্য ফি (দিরহাম):

পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ আবেদনকারী		শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য	
		সাধারণ	জরুরি	সাধারণ	জরুরি
৪৮	০৫ বছর	৪০৫	৬৯০	৯২৫	৯৮৫
	১০ বছর	৫৯০	৭৯০	২০৫	৩০৫
৬৪	০৫ বছর	৬৯০	৮৯০	৬৯০	৮৯০
	১০ বছর	৭৯০	৯৯০	৭৯০	৯৯০

পাসপোর্ট এর তথ্য পরিবর্তনের নিয়ম

- জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) আলোকে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে
- কাঙ্ক্ষিত তথ্যসহ ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে হবে
- তথ্য পরিবর্তনের কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে 'লিখিত আবেদন' করতে হবে
- দাবিকৃত তথ্যের সঠিকতা এবং আবেদনের ফলে সম্ভাব্য সৃষ্ট জটিলতার দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্ধারিত ফরমে (dubai.mofa.gov.bd এ প্রাপ্ত) অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে
- আঠারো বছরের কম বয়সীরা জন্ম নিবন্ধন সনদ দিয়ে আবেদন করতে পারবেন

পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের আবেদন করা হলে পাসপোর্ট রি-ইস্যুতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।
এছাড়া, পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের সাথে পাসপোর্টধারীর ভিসা নবায়ন ও ভিসা প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে।
সুতরাং আবেদনের পূর্বে বিস্তারিত জেনে-বুঝে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং

পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য | +880 966 671 6445 | www.epassport.gov.bd

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
www.dubai.mofa.gov.bd

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে দুবাই ও উত্তর আমিরাতের নিম্নোক্ত ছয়টি স্থান হতে নির্ধারিত সূচি মোতাবেক পাসপোর্ট, প্রবাসী কল্যাণ (WEWB) কার্ড, জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়:

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, শারজাহ্ শাখা ০৬-৫৫৫-৯৯৭৬	**ওয়াহাত আল ফালাজ টাইপিং সেন্টার, হাত্তা** ০৫০-৫৩৪-০৩৮৪
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, ফুজাইরাহ্ শাখা ০৯-২৭৭-০৭৪৬	**এ এম টাইপিং সেন্টার, আজমান** ০৫৫-৬৭৪-৭০২৭
আস সালাম টাইপিং সেন্টার, রাস-আল-খাইমাহ্ ০৫২-১৭২-১৬৮৯	**আল বারাকা টাইপিং সেন্টার, জাবেল আলী** ০৫৬-৫৮০-৩১৯৭

বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণ ও উপর্যুক্ত ছয়টি কেন্দ্রে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত কনস্যুলার কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কনস্যুলার সেবা প্রদানের সাথে জড়িত নন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান প্রতারণামূলক ও অপরাধযোগ্য।

- দূতালয় প্রধান

বিদেশে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে বাংলাদেশ হতে সংগ্রহকরণ

- ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গেটে সংরক্ষিত বা এমআরপি শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম বা সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে
- আবেদনের সাথে ডেলিভারি স্লিপ এবং আবেদনকারীর পাসপোর্টের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার অনুলিপি জমা দিতে হবে
- আবেদন সন্তোষজনক হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে আবেদনকারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে
- যেকোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল পাসপোর্ট আবেদনকারীর সঙ্গে রাখতে হবে

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং

পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য ও পরামর্শের জন্য | +880 966 671 6445 | www.epassport.gov.bd

● **মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল,** কাউন্সেলর (পাসপোর্ট ও ভিসা)

ভিসা ও বিদেশ ভ্রমণের সুবিধার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস পূর্বে নতুন পাসপোর্ট গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ভুল থাকলে অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে সংশোধন করিয়ে নিন।

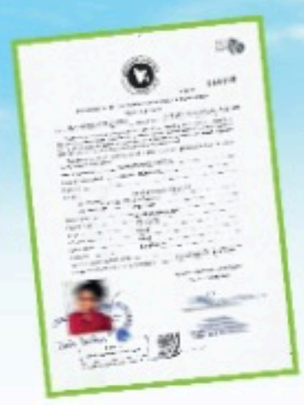

পাসপোর্ট না থাকলে বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দ ট্রাভেল পারমিট নিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করতে পারেন। এটি বৈধ ও নিরাপদ।

ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা পরিহারের স্বার্থে নামের অন্তত দু'টি অংশ রাখুন এবং সেভাবেই জন্ম নিবন্ধন করিয়ে নিন।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা ই-পাসপোর্টে বর্নিত তথ্য **হাতে লিখে সংশোধনের** কোন সুযোগ নেই।

আবেদনে ভুল তথ্য থাকলে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সঠিক তথ্য প্রদান করা আপনার প্রাথমিক দ্বায়িত্ব।

ই-পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন
www.epassport.gov.bd

এমআরপি আবেদনের অগ্রগতি জানতে ভিজিট করুন
www.passport.gov.bd

পাসপোর্টের আবেদন এনরোলকালে ছবি তোলার সময় অনুগ্রহপূর্বক গাঢ় রঙের পোশাক পরিধান করুন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) এর বহিঃবাংলাদেশ (নিশ-২) শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীদের বসবাস। এছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করায় অনেক বাংলাদেশী এদেশে দীর্ঘমেয়াদে বসবাসের পরিকল্পনা করছেন।

উল্লেখ্য, কাজের সন্ধানে আগত প্রবাসী বাংলাদেশীগণের অধিকাংশ মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে এদেশে আগমন করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেরই কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাগত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে নিম্নবেতন ও নিম্নপদে চাকুরি করে আসছেন। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিক্ষাগত যোগ্যতার গুরুত্ব অপরিহার্য, এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী তাদের শিক্ষা সনদ সংগ্রহ তথা শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা শিক্ষা সনদ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রায়শঃই বাংলাদেশে গমনাগমন করছেন। বিষয়টি তাদের জন্য একদিকে যেমন ব্যয়বহুল তেমনি অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়টি সমাধানকল্পে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বহিঃবাংলাদেশ (নিশ-২) শিক্ষা কার্যক্রম (এসএসসি, এইচএসসি) চালুর বিষয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই ও উত্তর আমিরাত এর পক্ষ হতে বাউবি'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই ও উত্তর আমিরাত এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং (আইএপিডব্লিউ) এর মধ্যে একটি অনলাইন Zoom Meeting অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাউবি'র অধীনে প্রবাসীদের জন্য বহিঃ-বাংলাদেশ (নিশ-২) শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বাউবি'র উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

উল্লেখ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাতে উল্লেখিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ার ফলে এখানে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীগণের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ হল এবং তারা প্রবাস থেকে দেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে যা তাদের কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তি জীবনে সুফল বয়ে আনার পাশাপাশি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং প্রবাসে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান।

● মো. শাহরিয়ার আলম, প্রথম সচিব (ইসিটি)

প্রেস উইং এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর আবুধাবী বাদে বাকি ০৬ (ছয়) টি আমিরাত (দুবাই, শারজাহ, রাস-আল-খাইমাহ, আজমান, ফুজিরা ও উম্মুল কাইন) এর পাসপোর্ট, ভিসা, এনআইডি কনস্যুলার সার্ভিসসহ অন্যান্য সেবা দিয়ে থাকে।
বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু করে ১৯৭৪ সালে্। বর্তমানে এখানে কনসাল জেনারেল এর অধীনে ডিপ্লোমেটিক উইংসহ কমার্শিয়াল উইং, লেবার উইং, পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালু আছে। সদ্য যাত্রা শুরু হয়েছে প্রেস উইংয়ের।
বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই অন্যান্য মিশনের মতো জাতীয় দিবস সমূহ, সরকারি আদেশে অন্যান্য দিবস সমূহ পালন করে থাকে। এছাড়া সরকারি আদেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচার/ক্যাম্পেইন করে থাকে।

৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর ওপর বাংলাদেশ কনস্যুলেটে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে শারজাহস্থ বঙ্গবন্ধু হলে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, ইউএই কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন স্কীম এর ওপর একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

০৬ অক্টেবর ২০২৩ তারিখে দুবাইস্থ রেডিসন ব্লু হোটেলে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রবাসীদের করণীয়" বিষয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর।

বর্তমানে বিভিন্ন দিবস উদযাপন, কমিউনিটির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ কনস্যুলেট দুবাই ''সংস্কৃতিক কূটনৈতিক'' জোড়দার করণের লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ১৫, ১৬ ও ১৭ ই ডিসেম্বর ২০২৩ ইং তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা, দুবাই-২০২৩ আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে প্রথম সচিব (প্রেস) যোগদানের পরে সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসাহ/উদ্দীপনা বেড়েছে সেইসাথে কনস্যুলেটের কার্যক্রমের/উদ্যোগের প্রচারনার কাজে গতি সঞ্চার হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এবং সংবাদপত্রে রিপোর্ট কভারেজ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম সচিব (প্রেস) সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচার, কনস্যুলেটের বিভিন্ন কার্যক্রমের মিডিয়া কভারেজ, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহ, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, প্রিন্ট-ইলেক্ট্রনিক-সোশাল মিডিয়া মনিটরিং, অন্তঃ ও বহিঃ জনসংযোগ ও বিবিধ প্রকাশনা'র মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তীর অধিকতর উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

আলোচ্যসূচিঃ

- সার্বজনীন পেনশন স্কীম
- বাংলাদেশী নাটক "জনকের অনন্ত যাত্রা" মঞ্চায়ন

সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই

৩১ আগস্ট ২০২৩

সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা, দুবাই-২০২৩

১৩ ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই-এর ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
▪ইস্যু নং- ০১ (মহান বিজয় দিবস- ২০২৩ সংখ্যা)
মরুভাস্কর

ছবিতে কনস্যুলেটের কার্যক্রম

২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে দুবাই এ নিযুক্ত ভারতীয় কনসাল জেনারেল মি. **সতিশ সিভান**- বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই এর কনসাল জেনারেল **বিএম জামাল হোসেনের** সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ কনস্যুলেট নির্বাচিত হওয়ায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই এর কনসাল জেনারেল **বিএম জামাল হোসেন**।

গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও
বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই কর্তৃক
আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ও
দ্বিতীয় বাংলাদেশ বইমেলা, দুবাই-২০২৩।

COP28 এ আগত বাংলাদেশ ডেলিগেশনকে
বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই কর্তৃক
সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দুবাই-এর ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
▪ইস্যু নং- ০১ (মহান বিজয় দিবস- ২০২৩ সংখ্যা)

মরুভাস্কর

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের
সদস্যভুক্তির সুবিধা ও সদস্য হওয়ার নিয়ম

'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' প্রবাসী কর্মী এবং দেশে-বিদেশে বসবাসরত তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ এবং বিরূপ পরিস্থিতিতে তাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। শুধু বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত বৈধ প্রবাসী কর্মীগণ বোর্ড প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে অপর পৃষ্ঠা দেখুন।

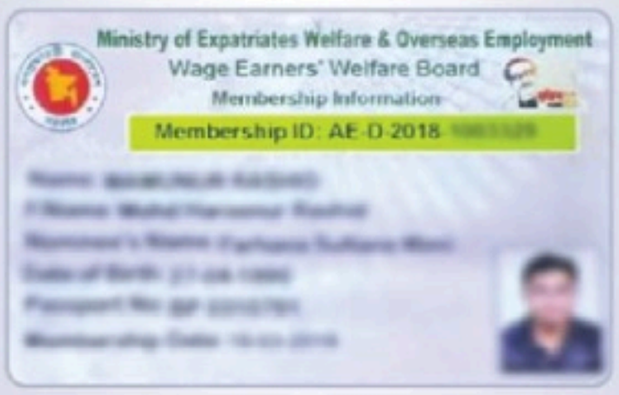

প্রচারে
বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পাসপোর্ট ও ভিসা উইং
www.dubai.mofa.gov.bd

বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিবন্ধিত বৈধ প্রবাসী কর্মীর প্রাপ্য সুবিধা

- বিদেশে গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা
- সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা ও মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি
- বিদেশে আইনগত সহায়তা ও প্রবাসে আটক কর্মীদের মুক্তিতে কনস্যুলার সহায়তা
- আহত, অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের দেশে ফেরত আনা ও হাসপাতালে ভর্তি
- বিমানবন্দর হতে অসুস্থ ও মৃত কর্মী পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা
- অসুস্থতাজনিত কারণে প্রবাস ফেরৎ কর্মীর চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা
- মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় সৎকারের জন্য ৩৫ হাজার টাকা
- মৃত কর্মীর পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা অনুদান
- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্সুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায়ে সহায়তা
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা
- বাংলাদেশে প্রবাসী কর্মীর সম্পদের আইনগত সুরক্ষা

বোর্ডের সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

- www.wewb.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করুন এবং তা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করুন।
- আবেদন জমাকালে ৯৬০ দিরহাম ফি পরিশোধ করুন।
- আবেদনের সাথে পাসপোর্ট, ভিসা এবং/বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের রেসিডেন্ট আইডি'র কপি জমা দিতে হবে।
- বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাইয়ের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে আবেদনপত্র দাখিল করুন।

এটি একটি সচেতনতামূলক প্রচারপত্র।
এ ব্যাপারে সর্বশেষ সরকারি নির্দেশনা প্রযোজ্য।
বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, ইউএই এর শ্রম কল্যাণ উইংয়ে যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
দুবাই ও উত্তর আমিরাত

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

অবশ্যই দাখিলযোগ্য দলিলাদি

- ❑ অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (নিবন্ধন ফরম-২ক) (www.services.nidw.gov.bd)
- ❑ মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশী পাসপোর্ট
- ❑ অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদ
- ❑ সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি

উপরোক্ত দলিলাদি কনস্যুলেটের নিবন্ধন কেন্দ্রে অবশ্যই জমা প্রদান করতে হবে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাখিলযোগ্য দলিলাদি

- ❑ শিক্ষা সনদ (SSC/Equivalent Certificate/JSC/PSC)
- ❑ পিতা-মাতার এনআইডি
- ❑ নিকাহনামা/কাবিননামা এবং স্বামী/স্ত্রীর NID (বিবাহিত হলে)
- ❑ ড্রাইভিং লাইসেন্স/টি.আই.এন

উপরোক্ত দলিলাদি আবেদনকারীর পক্ষে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিনিধি তদন্তকারী কর্মকর্তা (উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার) এর নিকট জমা দিতে পারবেন।